Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.35-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের ভাবনাই 'ন্যাশনালিজম': একটি দার্শনিক সমীক্ষা

Chaitali Saha
M.Phil. Research Scholar, Department of Philosophy, West Bengal State University, Barasat, North 24 Parganas, West Bengal

Abstract

Rabindranath Tagore was one of the renowned philosophers and thinkers, who wanted to find out the true meaning of nation and nationalism in the twentieth century. He interpreted the nation and human society in a different way in his contemporary time. He came out of the confines of narrow nationalism and imagined the nature of nationalism in the interest of human welfare. Coming out of the mechanistic state-centered nationalism in the capitalist countries of the West, he adopted the idea of nationalism from the point of view (Expected) of social-centered world welfare. Because he believed in the unity of India's diversity. His disregard about nationalism and affinity towards higher nonsectarian humanist politics are revealed through his writings. He did not confine his concept of nationalism to India, rather appealed to the world to embrace this nationalism. So I wanted to draw attention to this article, how Tagore's concepts of nationalism and nation, merged with his notion of multiculturalism and Samaj provides a ground for the elimination of the predicament of identity based modern nationalism in the Indian scenario.

Keywords: Nationalism, Mechanical, Spiritual, Humanism, Swadeshikata, Multiculturalism

ভূমিকা : ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনীতির বিকাশ ও উৎপত্তির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ একটি বহুল আলোচিত শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় ন্যাশনালিজম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ' বলেননি। ন্যাশনালিজম লেখার মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন স্পষ্ট হয়েছে। ন্যাশনালিজম বলতে তিনি দেশভক্তি, দেশাভিমান, স্বদেশপ্রেম, স্বদেশচেতনাকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

১৯১৬-১৯১৭ সালে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সকল ভাষণ প্রদান করেন, তার সংকলিত রূপটি 'Nationalism' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করলে দেখা যায় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের নগ্ন ও বিভৎস প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কিত করেছিল। তাই তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণাটি তুলে ধরেছিলেন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, যখন উগ্রজাতীয়তাবাদের ভাবধারায় জাগ্রত পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি আত্মবিধ্বংসী সংঘর্ষে লিপ্ত এবং যার ছোঁয়া লেগেছে এশিয়াতে। যেখানে জাপানও নববিকশিত জাতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী রণসজ্জায় সামিল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই

আধিপত্যবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতাই মানবতার ধ্বংসাত্মক রূপকে উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। পুরো ইউরোপ যে শক্তির বড়াই করে সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় সারা বিশ্বকে পদদলিত করেছে, তার থেকে সর্বদা বিরত থাকতে বলেন। এবং তিনি মনে করেন ভারতের তৎকালীন সমস্যাটা রাজনৈতিক ছিল না বরং তা সামাজিক ছিল। তাঁর জাতীয়তাবাদের ভাবনা যে রাজনৈতিক নেতাদের ভাবনার চেয়ে অনেক পৃথক ছিল তা তার এই ন্যাশনালিজম আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদ : 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটি জাতির প্রতি সমমনোভাবকে বোঝায়। জাতীয়তাবাদকে একটি রাজ্যবিহীন জনপ্রিয় রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যখন কোন জনসমাজ ভূখণ্ড, ধর্ম, বংশ, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে একাত্মতা অনুভব করে; একই চিন্তা, একই আদর্শের ধ্যান ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুখ-দুঃখের সমান দাবি করে এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে পরস্পরের নিবিড় ঐক্যানুভূতির কামনা করে তখন সেই জনসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। জাতীয়তাবাদ আধুনিক পৃথিবীতে একটি সক্রিয় শক্তি বা অনুভূতি, যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচার প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে অন্যের আক্রমণ হতে আপন স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ করে। জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম মানুষকে দৃঢ় ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ জনসমষ্টিগত কল্যাণে কথা ভাবতে সক্ষম হয়। জাতীয়তাবাদ যেমন মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি আবার উগ্রজাতীয়তাবাদ অনেক ক্ষেত্রে কোনো দেশের জনগণকে মাত্রাতিরিক্ত অহংকারী করে তোলে। এর ফলে অন্য দেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং সহযোগিতার হাতও বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয় নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং অন্য দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সেইসময় ইউরোপ ও আমেরিকাতে এরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে তার ন্যাশনালিজম গ্রন্থের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বলতে দেখিনা। তার মতে জাতীয়তাবাদের রূপটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির; আধ্যাত্মিক ও মানবকেন্দ্রিক।

নেশনের অর্থ : তিনি 'নেশন' কি বলতে গিয়ে বলেছেন, নেশন- এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ হয় না, সাধারণত চলিত ভাষায় আমরা জাতির দ্বারা Race বা বর্ণকেই বুঝি। কারণ বাংলা অর্থ জাতি বললে বাঙালি জাতি, পাঞ্জাবি জাতি, মারাঠি জাতি বলা যেতে পারে ঠিকই। কিন্তু ভারতবর্ষে বহু ধর্ম, বহু জাতির মিলনস্থল। তাই জাতি শব্দের দ্বারা সর্ব জাতিকেই বোঝায় না। তিনি তার 'Nationalism' গ্রন্থে Nation বলতে বলেছেন – "A Nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose."[১]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'নেশন' ভারতীয়দের কাছে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা। ব্রিটিশদের পূর্বে ভারতে অনেক শক্তি এসেছে কিন্তু তারা সকলেই এদেশের Race হিসেবে এসেছে, জাতি হিসেবে নয়। মোগল, পাঠান, পর্তুগিজ এদের সংস্কার, ভাষা প্রভৃতিকে মানিয়ে নিয়েছি এবং তারাও আমাদের সাথে মিলেমিশে গেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা আমাদের ওপরে নেশন- এর ধারনাকে চাপিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি পশ্চিমা জাতীয়তাবাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জাতীয় আত্মম্ভরিতা এবং জাতিগত আধিপত্যের তত্ত্ব। তাঁর মতে নেশন হল সমগ্র জনসমষ্টির স্বার্থ চেতনার সংঘটিত ও সংকীর্ণ রূপ। তাই তিনি বলেছেন- "Our history has not been of the rise and fall of kingdoms, of fights for political supremacy. In our country records of these days have been despised

and forgotten for they in no way represent the true history of our people. Our history is that of our social life and attainment of spiritual ideals."[২]

তিনি কখনোই পাশ্চাত্য নেশনের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। বরং তিনি বলেছেন ভাবটা খারাপ নয়, কিন্তু তার প্রয়োগ কতটা সম্ভব তা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। পাশ্চাত্য নেশনের বিপরীতে আমাদের অর্থাৎ ভারতের নেশন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তার সমাধান খুঁজেছিলেন। যা তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ : পূর্বে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষের সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই মানবসমাজ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে পাশ্চাত্যের এই জাতীয়তাবাদ সমাজের মূল লক্ষ্যকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যেই যেন জেগে ওঠে। তারপর বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উদ্ভাবনের পর থেকে তাদের উৎপাদিত শক্তি বেড়ে ওঠে। অপরদিকে সমাজের অভ্যন্তরে লোভ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং প্রতিযোগিতাও তীব্র আকার ধারণ করে। এই প্রতিযোগিতা নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার নেশা; ধনতান্ত্রিক সমাজের সাথে নেশনকে এক করে ফেলে, এই ধণতন্ত্রই ন্যাশনালিজম নামে অভিহিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "This process of dehumanizing has been going on commerce and politics. And out of the long birth throes of mechanical energy has been born this fully developed apparatus of magnificent power and surprising appetite which has been christened in the west as the Nation."[৩]

ইউরোপীয় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা এবং এর থেকে জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদ, যা জাতীয়তাবাদের মুখোশে আবৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এই সমবায়িক নিষ্ঠুর রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তাই গোপাল হালদার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- অবশ্য ন্যাশনালিজম বলতে রবীন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছিলেন শভিনিজম বা সংকীর্ণ জাত্যভিমান বা স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ। তিনি নেশনকে মানবসমাজের বিকাশের একটা বিশিষ্ট স্তর হিসেবে এসময় মনে করতেন না, তিনি মনে করতেন তা একমাত্র ইউরোপীয় সমাজেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। ধণতন্ত্রের সাথেই নেশনের উদ্ভব, ধনিক-স্বার্থেই স্বার্থান্ধ জাতিপ্রেমে তার পরিণতি, এই সত্য রবীন্দ্রনাথের নিকট পরে অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি এই বিকৃত জাতীয়তাবাদী মনভাবকে তীব্র ভাবে সমালোচনা করে বলেছেন- "নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকাল এর জন্য পৃথিবীর জন সমাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, কী প্রকার নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।"[৪]

এই সম্রাজ্যবাদের উগ্র ও নিষ্ঠুর রূপকে তিনি তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে অসাধারণ কাব্যিক ভঙ্গিমাতে বলেন-

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়ধর্মের ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শাসনের দ্যোতক নেশন কে কবি এক 'দানব' বলে অভিহিত করেছেন। এই নৃশংস দানব দুর্বল দরিদ্র পরাধীন জাতিকে হিংসার যুপকাষ্ঠে বলী দেয়। নেশন হলো বীভৎস বিভীষিকাময় মূর্তমান অশুভ শক্তি যা নিতান্তই নিষ্ঠুর ও সংক্রামক। নেশন হল বিশ্বের বৃহত্তম অংশ যা স্বনির্ভর জীবনকে অস্বীকার করে চলেছে। একদিন নিজেই নিজের কাছে ভয়াবহ হবে। এই প্রশঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "Whenever power removes all checks from its path to make its career easy, it triumphantly rides into its ultimate crash of death. Its moral brake becomes slacker every day without its knowing it, and its slippery path of ease becomes its path of doom."[৫]

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব বিশেষত ইউরোপ জাতি, জাতীয়তাবাদের চেতনায় দারুণভাবে উদ্বেলিত হয়। জাতি, জাতীয় জনসমাজ, জাতিরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপের যে জাতীয়তাবাদের প্লাবন দেখা দিয়েছিল, তারই ঢেউ দেখা দিয়েছিল এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতেও। জাতীয়তাবাদের নেশাই উগ্রজাতিপ্রেমে জাতিশ্রেষ্ঠ প্রমাণের নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছিল ইউরোপ। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা এই জাতীয়তাবাদকে উচ্চ আদর্শের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে যখন প্রয়াসী, ঠিক তখন ভারতীয় সমাজ কেন্দ্রিক রাষ্ট্রভাবনা উদ্ভাবিত রবীন্দ্রনাথ জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সনাতনী চেতনার আলোকে এবং বিশ্বকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতি ও জাতীয়তাবাদের ধারণাটি পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। "তিনি উপলব্ধি করেন আধ্যাত্মিকবোধ ও অনুভূতির উপর বিশ্বমানবতন্ত্র রচিত হবে। সেই জন্য চাই বর্বর রাজনীতির পরিবর্তে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, যাতে ভয়, অবিশ্বাস, বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অতিক্রম করে শান্তি, মৈত্রী, সর্বাত্মক সহযোগীতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার রাষ্ট্রভাবনা ইউরোপীয় রাষ্ট্রদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বরং তা ছিল সনাতনী ভারতীয় দর্শন ও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্বক্রিয়তার সমৃদ্ধি। তিনি মনে করতেন প্রতিটি সভ্যতার একটি নিজস্ব মূল্য বা ভিত্তি আছে। ইউরোপের 'রাষ্ট্র' যেমন সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি। ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতির মূল আধার হলো 'সমাজ'। তিনি মনে করতেন সমাজের কল্যাণের মধ্যেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত আছে। স্বদেশি সমাজশীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন–"ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণ ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে করিয়াছিল মাত্র।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামি যুক্ত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় উগ্রজাতীয়তাবাদেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তার কাছে মানবতাবাদ মানবপ্রেমী শ্রেষ্ঠ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- এই ছিল তার আদর্শ। তিনি জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা বৃদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন – "Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce selfidolatry of nation- worship, is the goal of human history. And India has been trying to accomplish her task through social regulation of differences, on the one hand and the spiritual recognition of unity on the other."[৮]

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে কখনো তেমনভাবে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত ছিলেন না তা ঠিকই। কিন্তু তিনি পশ্চিমি সভ্যতার সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। এবং সর্বোপরি তিনি একজন কবি ছিলেন। তাই তার ভাবনা চিন্তার মধ্যে কিছু ভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। তবে তিনি দেশের প্রতি, দশের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন তা তার লেখাতেই পরিস্ফুটিত হয়েছে। কেবলমাত্র ন্যাশনালিজিমই নয়, স্বদেশ, সমাজ, কালান্তর, ইম্পেরিয়ালিজম, গোরা, ঘরে-বাইরে, নৈবেদ্য, পূর্ব-পশ্চিম, ওরা কাজ করে, রক্তকরবী, পথে প্রবাসে, ইত্যাদি লেখা গুলির মধ্যে দিয়ে তার রাজনীতির বিরোধী মতবাদ ও দেশপ্রেমের ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের ছাপ : এই উপন্যাসের ব্যক্তির সাথে সমাজের, সমাজের সাথে ধর্মের, ধর্মের সাথে মানব সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়কে এবং স্বদেশীকতার শক্তি ও দুর্বলতা দুটি দিকই তিনি তুলে ধরেছেন। দেশ, জাতি ও জাতিসত্তার স্বরূপ উন্মোচনের জন্যই যেন তিনি তার গোরার সৃষ্টি করেছিলেন। গোরা[৯] -র কাছে ব্যক্তিপ্রেমের থেকে দেশ ও দেশপ্রেম স্থান ছিল অনেক উপরে। তার ধারণা ছিল ঐতিহ্যগত আচরণ ও রীতিনীতির মধ্যে দিয়েই একাত্মবোধ সম্ভব। সে বিশ্বাস করত হিন্দু ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই একদিন স্বাধীন, সুগঠিত, শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে। সে আরও বিশ্বাস করতো যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার জন্য পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অনুকরণের কোনো প্রয়োজনই নেই, ভারতের ঐতিহ্য লোকাচার, লোকনীতিই যথেষ্ট। সে চেয়েছিল গ্রাম্য অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অজ্ঞতা দূরীকরণ করতে যার মাধ্যমে গ্রামের অগ্রগতি হবে এবং গ্রামের অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে দেশের অগ্রগতি স্বাধীত হবে। কিন্তু যখন সে তার নিজের পরিচয় জানতে পারে তখন সে বুঝতে পারে ভারতবর্ষে কিভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আত্মপরিচয় জানার পর সে ভেঙে না পরে বরং তার সংকীর্ণ জাতি মনভাবকে দূরে সরিয়ে বলে- "মা, তুমি আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই – শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশ : আমরা তার ঘরে বাইরে উপন্যাসটিতে দেখতে পাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 'প্রেমকে' সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি হিসেবে উদযাপন করে। যদিও সেই শক্তির অনুশীলনের মূলস্রোতে জাতীয়তাবাদী যুক্তি কাঠামোকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে, যা এমন এক পুরুষের মধ্যস্থতায়; যাকে উপনিবেশিকারী এবং উপনিবেশিত উভয়ের জাতীয়তাবাদী সন্দের্ভেই দেখা হয়েছে নারীসুলভ আবেগসর্বস্ব বাঙালীবাবু হিসাবে। প্রাবন্ধিক ঋতু সেন চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন – "Ghare Baire demystifies and deflates the theme of conjugality. The predictable notion of conjugality gets fissured in the novel and traverses a range of relationships tainted by the shades of class, religion, morality love, sexuality, patriotism and nationalism."[১১] এই উপন্যাসটিতে জাতীয়তাবাদপন্থী ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী, পক্ষ ও প্রতিপক্ষের অনুবাদ, এবং এখানে অনেকগুলি উপনিবেশিক অস্তিত্বের দ্বিধাময় সংগ্রাম রয়েছে। যেখানে গৃহপরিসর-গণপরিষদ, নৈতিক-রাজনৈতিক, নারীসুলভ-পুরুষোশিত তাদের পরিচিত সীমাগুলি অতিক্রম করে যায়। আর এই অতিক্রম কোথায় যেন ভারসাম্যহীন করে দেয় এমন অনেক বিশ্বাসকে। এইরকম লেখার মধ্যে দিয়েই যেন কবি তার অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে চেয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ বনাম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ইউরোপের প্রত্যেকটি নেশন অবিরাম গতিতে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে চলেছে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রতিযোগিতাই মানবসভ্যতাকে তার চরম বিপদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই নেশন সমগ্র মানবতার ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু তিনি এটাও বলেছেন ব্রিটিশ সরকার কোনো প্রশ্ন নয়, বরং নেশন - এই নেশন দ্বারা পরিচালিত সরকার যা একটি সম্পূর্ণ মানুষের স্বার্থে গঠিত এবং আমরা বিশ্বাস করি এই জাতি হল একটি সেরা জাতি। ব্রিটিশ সরকারের সাথে আমাদের অন্তরঙ্গতা রয়েছে এবং আমরা জানিও তারা একটি অন্যতম সেরা জাতিও। কিন্তু তবুও আমাদের আবার বিচার করতে হবে পূর্বের জন্য পশ্চিমের প্রয়োজনীয়তা। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়- "I have a deep love and a great respect for the British race as human beings. It has produced great- hearted men, thinkers of great thoughts, doers of great deeds. It has given rise to a great literature. I know that these people love justice and freedom, and hate lies. They are clean in their minds, frank in their manners, true in their friendship; in their behaviour they are honest and reliable."[১২]

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভাবিযুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ, আন্তর্জাতিক সংগঠনই মানব ত্রানের ও মানব সভ্যতার সংরক্ষণের একমাত্র পথ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –'দেশের গন্ডি আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তাবেই আমি ছুটি পাব'। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতের জাতীয় আদর্শ' এর প্রয়োজন সাংস্কৃতিকের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এবং ভারতকে পশ্চিমে ধারণা থেকে বিরতি নিতে বলেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে অবৈধ হয়েও ওঠে।

মন্তব্য : জাতীয়তাবাদের ধারণাটি পর্যালোচনা করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি ভারতের জাতীয়তা বা জাতির মুক্তি আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। কিন্তু আসল বিষয়টি হল তিনি জাতি গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পথ অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যুদ্ধলিপ্সা সংকীর্ণ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ভারতের কাছে অনুকরণীয় নয়। পশ্চিমা জাতীয়তাবাদের এই বিকৃত রূপটি খুবই ভয়ঙ্কর তাই তিনি এই পুঁজিবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে যে জাতীয়তাবাদ তাকে গ্রহণ করেননি। তিনি জাতীয়তাবাদের নামে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, বিভেদ, অনৈক্য চাননি। সেই সময় যখন বিশ্বের প্রচুর মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত অপরদিকে পুঁজিবাদীদের মূল্যবোধহীন, অমানবিকভাবে শিল্পের বিকাশের জন্য বিশ্বজুড়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা শোভা পায় না বলেই তিনি মনে করেন।

তিনি জাতীয়তাবাদ বলতে গিয়ে রাষ্ট্রধর্মকে নয় বরং স্বদেশিকতাকেই বুঝিয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল সমাজের বিকাশ, ঐক্য স্থাপন, সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান এবং দেশপ্রেমের মধ্যে দিয়েই বিশ্বপ্রেমের সাধনা। তিনি জাতীয়তাবাদ বলতে গিয়ে কোন বিশেষ জাতির উন্নতিকে প্রাধান্য না দিয়ে, সমগ্র মানব উন্নয়নের, মানবজাতির অগ্রগতির কথায় তিনি বারবার বলেছিলেন। তিনি মানব সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ, আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সম্প্রসারণ প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

তথ্যসূচি:

১। Tagore, Rabindranath, Nationalism, Macmillan, New York, 1917. pp. – 10.

২। তদেব, পৃঃ –৬

৩। তদেব, পৃঃ – ৩৮

৪। ইম্পীরিলিজম্: রাজা-প্রজা, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ – ৯৬৫

৫। Tagore, Rabindranath, Nationalism, Macmillan, New York, 1917. pp. -22

৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা (২ খণ্ড), জি, এ, ই, পাবলিশার্স। কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ – ১০৫

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ– ৬৮৪

৮। Tagore, Rabindranath, Nationalism, Macmillan, New York, 1917. pp.-5

৯। গোরার সম্পূর্ণ নাম হল গৌরমোহন। তার গৌরবর্ণের কারণেই তাকে এই উপন্যাসে গোরা বলা হয়েছে। সে ছিল এক আইরিশম্যান-এর পুত্র, সেপাহী বিদ্রোহের সময় তার মা কৃষ্ণদয়ালবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেই এবং সেই রাতেই তাকে জন্ম দেওয়ার পর মারা গেলে আনন্দময়ীর ইচ্ছাতেই আনন্দময়ী এবং তার স্বামী কৃষ্ণদয়ালবাবুর কাছে গোরা পালিত হতে থাকে তাদের পুত্র নামে।

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গোরা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯১৭, পৃঃ- ৩৭৬

১১। Sen Choudhuri, R.,'Reading Ghare-Baire: Renegotiation Conjugality in the moment of Nationalism', in Rabindranath Tagore and the Nation: Essays in Politics, Society and Culture, Swati Ganguly, Abhijit Sen (eds.), Punascha in Association with Visvabharati, Kolkata, 2011, pp. 223

১২। Tagore, Rabindranath, Nationalism, Macmillan, New York, 1917. pp.-17

সহায়ক রচনাপঞ্জি

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জাতীয়তাবাদ, সম্পাদক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২

২। মজুমদার, নেপাল, ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩

৩। সেহানবীশ, চিন্মোহন, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, কলকাতা, নাভানা, ১৯৮৭

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "নেশান কি" আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড

৫। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, "রাবীন্দ্রিক নেশন কি?" প্রজা ও তন্ত্র, কলকাতা, ২০১৬

৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষীয় সমাজ" আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১৮২২

৭। হালদার, গোপাল, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা, রবীন্দ্রনাথ: শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ২০১৬

৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "লড়াইয়ের মূল", কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৮২২

৯। গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা (২ খণ্ড), কলকাতা, জি,এ,ই, পাবলিশার্স, ১৯৬৮

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'স্বদেশী সমাজ', আত্মশক্তি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, ১৮২২

১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গোরা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯১৭

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০১৭

১৩। Tagore, Rabindranath, Nationalism, Macmillan, New York, 1917

১৪। Sen, Sochin, Political Philosophy Of Rabindranath, ASHER & CO, Calcutta, 1929

১৫। Chatterjee, Partha, Nationalist Thought and the Colonial World, Oxford University Press, New Delhi, 1999

১৬। The Religion of Man, Tagore Rabindranath, Sahitya Academy, New Delhi, 1931

১৭। Bhattacharya, Sabyasachi, 'Rethinking Tagore on the Antinomies of Nationalism', Tagore and Nationalism, eds. K.L. Tuteja and Kaustav Chakraborty, Springer India, 2017

১৮। Amartya Sen, 'Tagore and His India', The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity, UK, Aug 2006

১৯। Sen Choudhuri, R., 'Reading Ghare-Baire: Renegotiation Conjugality in the moment of Nationalism', in Rabindranath Tagore and the Nation: Essays in Politics, Society and Culture, Swati Ganguly, Abhijit Sen (eds.), Kolkata, Punascha in Association with Visvabharati, 2011

২০। Sarkar, S., Modern India; 1886-1947, Pearson Education India, 1 January 2014